শেষের সেদিন ভয়ংকর

বিপ্লব

আতঙ্কিত। শঙ্কিত। বা নৈরাশ্যবাদি।

সময়টা বড় ভালো চলছিল। '৭০-৮০ এর দশকের সবুজ বিপ্লবের পর রাজনৈতিক কারণ ছারা দুর্ভিক্ষর উদাহরণ বিরল। প্রায় ৭০০ মিলিয়ান লোক এখনো আধপেটা-তবুও সেটা দারিদ্র-দুর্ভিক্ষ নৈবচ। ভাবছিলাম জেনেটিক্সের এত উন্নতির পর আর যাই হোক দুর্ভিক্ষ এখন ইতিহাসপাঠ্য মাত্র। ছয় বিলিয়ান লোককে খাওয়ানো কি আর এমন!

২০০৫ পর্যন্ত ব্যাপারটা বোঝা যায় নি। সাবসাহারান আফ্রিকার প্রায় একুশটি দেশের চুল্লি জ্বলত বিদেশি খাদ্যশষ্যের সাহায্যে। সেটা পেতেও অসুবিধা ছিল না-কানাডা এবং আমেরিকাতে খাদ্য সবসময় বাড়ন্ত-সেগুলো কখনো সস্তায় কিনে-কখনো বা সাহায্য হিসাবে তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুদা মিটেছে। বাধ সাধল ইথানল বা গাড়ি চালানোর জন্য বায়োডিজেল। পেট্রোলের দাম বাড়ার সাথে সাথে আমেরিকায় এখন অজস্র ইথানল প্ল্যান্ট-যা গ্যাসোলিনের সাথে মিশিয়ে খনিজ তৈলের আমদানি কমানোর চেস্টা। আমেরিকায় এই ইথানল তৈরী হয় ভুট্টো থেকে।ফলে আগে যে খাবার যাচ্ছিল আফ্রিকায়-এখন ব্যাক্টেরিয়ার খাদ্য হয়ে আমেরিকান গাড়ির তৈল ক্ষুদা মেটাচ্ছে। ২০০৫ সালে আমেরিকা খাদ্য সাহায্য দিয়েছে প্রায় বিলিয়ান ডলারে-২০০৬ সালে সেটা কমে এসেছে ৫৬০ মিলিয়ানে-এবছর একশো মিলিয়ান হবে কিনা সন্দেহ! পরের বছর থেকে আমেরিকা নেট খাদ্য আমদানি করলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই! কারন আমেরিকা এবং কানাডার সব খাদ্যশস্য থেকে ইথানল তৈরী করলেও সেটা ৫০% তেলের চাহিদা মেটাতে পারবে না। ইথানল এখন আমেরিকান চাষীদের বৃহত্তম মার্কেট।

চাষীরা ইথানল ব্যাবসায়িদের কাছ থেকে ভালো দাম পাচ্ছে-ট্রান্সপোর্ট, ডিস্ট্রিবিউশন, স্টোরেজের ঝামেলা নেই-একদম ভুট্টাক্ষেতেই ইথানল প্ল্যান্ট তৈরী হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে চাষীরাই কোয়াপরেটিভ করে ইথানল প্ল্যান্ট তৈরী করছে-এতে এখন প্রচুর লাভ, প্রচুর চাহিদা। তেলের দামে ভুট্টা বিকোলে, আগে এইসব প্ল্যান্টের চাহিদা মিটিয়ে বাকি খাদ্যশস্য বাজারে আসবে। ফলে গত দুবছরে খোদ আমেরিকায় খাদ্যশস্যের দাম বেড়েছে প্রায় ৫০%-সেটাতে আমেরিকানদের খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা নয়-কিন্তু বিধির কি খেলা! আজ ই জানলাম খাদ্য এবং গ্যাসোলিনের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে ১৫% আমেরিকান প্রাতরাশ করা ছেরে দিতে বাধ্য হয়েছে-এরা আমেরিকার গরীব শ্রেণী। তাদের রুটিতে কখনো টান পড়েনি-এখন পড়ছে। চার্চের খাবারের গাড়িগুলোর পাত্তা নেই-উদবৃত্ত হলে তবে না লোকে খাবার দান করে! ত্রাণ সংস্থাগুলির নাভিশ্বাস উঠে গেছে। হ্যা মাত্র ১৭% গাড়ির তেল এখন ইথানল-তাতেই নাভিশ্বাস ওঠার জোগার। ভবিষ্যতে গাড়ির তেলে প্রায় ৮৫% ইথানল থাকার কথা-তখন কি হবে সেটা ভাবার আগে মাত্র ১৭% ইথানল কি হাল করেছে একটু দেখি-

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

আফ্রিকার ২৩টা দেশ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন-কারমোজা, উগাণ্ডা, সোমালিয়া, জিম্বাওয়ে-লিস্টটা লম্বা-ফলে সিভিল ওয়ার থামানো যাচ্ছে না। ত্রান সংস্থাগুলির অর্থনৈতিক সংকট-খাদ্যশস্যের জন্য এস ও এস পাঠিয়েও লাভ হচ্ছে না-উদবৃত্ত খাবার কোথাও নেই-গত ত্রিশ বছরের নুন্যতম খাদ্যসঞ্চয় এখন গোটা পৃথিবীতে।

বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের দাম লাফ দিয়ে বাড়ছে-ভারতে একই জিনিস হতে চলেছে আগামী বছর থেকে। ভারত খাদ্যে স্বাবলম্বী হলেও-অতিরিক্ত নগরায়নের ফলে কৃষিজমি কমে গেছে এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য আধপেটা শ্রেণি এখন দুবেলা খেতে চাইছে-ব্যাস তাতেই স্বয়ংভরতার দফারফা! এবছর বহুদিন বাদে ভারত গম আমদানি করতে বাধ্য হয়েছে। ভারতে ফুড স্টোরেজ কিছুটা ভালো থাকায়, আপাতত দামটা কিছুটা সামাল দেওয়া গেছে-নিকট ভবিষ্যতে কি হবে বলা যাচ্ছে না। বাংলাদেশ হাসিনার আমলে খাদ্যশস্যে স্বয়ংভর হয়-পরবর্ত্তীকালে বিদ্যুত সরবরাহের অভাবে এবং নগরায়নের প্রকোপে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে খাদ্যশস্যের বৃদ্ধি সামঞ্জস্য রাখতে পারেনি। ফলে বাংলাদেশে খাদ্য আমদানি অব্যাহত। ২০০০-২০০২ সালের মধ্যে বাংলাদেশ খাদ্য সাহায্য পেয়েছে প্রায় পনেরো লক্ষ টন -এর ওপর জুরেছে রাজনৈতিক অস্থিরতা-খাদ্যদ্রব্যের দাম বাংলাদেশে বাড়ছে অস্বাভাবিক হারে। ফল স্বরুপ যারা এতদিন দুবেলা পেট পুরে খেতে পাচ্ছিল-তাদের অনেককেই একবেলা খেয়ে কাটাতে হচ্ছে।

এই অবস্থা যে ঘুচবে সে আশা নেই। আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যশস্যের দাম এবার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে-আমরা যতেচ্ছা নগরায়ন করবো আর বিদেশী গমে সংকট মোচন হবে সে আশা ক্ষীন। ভারত এবং বাংলাদেশের কৃষির মূলসমস্যা হচ্ছে ছোট ছোট জমি, বিদ্যুতের অভাব-কখনো জলের অভাব। খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানোর দিকে নজর না দিলে এই উপমহাদেশে অচিরেই দুর্ভিক্ষের করাগ্রস্থ হবে কোটি কোটি মানুষ।

বর্তমান পৃথিবীর জনসংখ্যা ছশোকোটি-আশি কোটির মতন লোক আধপেটা খেয়ে থাকে।সত্তরের দশকে সবুজ বিপ্লবের পর খাদ্যশস্যর উৎপাদন বৃদ্ধি পায় প্রায় ২৫০%-যার জন্য পাচশো কোটি অন্তত খেতে পাচ্ছে। না হলে কোন মতেই এই ছশোকোটি লোককে খাওয়ানো সম্ভব নয়।

কিন্তু সবুজ বিপ্লব কি চীরকালীন? চাষযোগ্য জমির বৃদ্ধি কি সম্ভব?

দুর্ভাগ্যজনক-দুটি প্রশ্নের উত্তর ই ‘না’। এই যে ২৫০% উৎপাদন বৃদ্ধি-সেটা সম্ভব হল কিভাবে? উচ্চফলনশীল চাষে লাগে অতিরিক্ত সার এবং জল-সার তৈরী হয় প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে। জল দিতে লাগে বিদ্যুত। দেখা গেছে একজন আমেরিকানকে সারা বছর খাওয়াতে ১৫০০ লিটার পেট্রোল পোড়াতে হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার সীমিত-যা আমরা বেহিসাবীর মতন খরচ করছি রান্নার গ্যাস হিসাবে। ২০২৫ সাল নাগাদ প্রাকৃতিক গ্যাসের ভান্ডারে এতটাই টান পড়বে- সারের সাপ্লাই যাবে কমে। তখন জৈবসার দিয়ে কিছুটা ধাক্কা সামলানো গেলেও, খাদ্যের উৎপাদন বর্তমান অবস্থায় ফিরবে না। উপরি পাওনা হচ্ছে সবদেশকেই ইথানল তৈরীর

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

কাচামালের জন্যে অনেকটা জমি ছাড়তে হবে। নগরায়নের ফলে অনেক কৃষিযোগ্য জমি তখন অবলুপ্ত!

অর্থাৎ জনসংখ্যা না কমালে উপায় নেই। ভারত, পাকিস্থান, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া, বাংলাদেশ-এই সব জনবহুল দেশ-যেখানে মাথাপিছু কৃষিজ জমি খুব কম-এদের জনসংখ্যা না কমালে দুর্ভিক্ষ এবং তজ্জনিত রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে উদ্ধার নেই। সাবসাহারআন আফ্রিকার ৩৪ টি দেশে আগামী দশকেই লোকসংখ্যা কমে যাবে-দুর্ভিক্ষ এবং অপুস্টি জনিত মৃত্যু থেকে।

সুতরাং এখন থেকেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনে চীনের মডেল গ্রহন না করলে প্রকৃতি জোর করে এটা করাবে। উপরি পাওনা রাজনৈতিক অস্থিরতা-দেশের উন্নতির দফারফা।

১০/১৯/০৭ ক্যালিফোর্নিয়া

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com